শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী

গুরুভ্রাতা মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় যিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) জীবনীকার ছিলেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাবলী। পত্রাবলীতে কখনো কখনো জ্ঞানগঞ্জের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পত্র নং (৪)

শ্রীশ্রীদুর্গা

২(এ) সিগরা, কাশীধাম
৯/৫/৪৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রখানা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। পূর্ব্ব পত্রে যে উমা মায়ের সংসারের কথা বলিয়াছি তাহা জ্ঞানরাজ্যের সংসার হইতে বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই সংসারের যাহা পরম উৎকর্ষযুক্ত অবস্থা তাহাই 'দিব্য সংসার' নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগুরুদেব উমা মায়ের সংসারর কিয়দংশ এবং দিব্য সংসারের আভাস দেখাইয়া দিয়াছেন। নিজের ক্রিয়াশক্তি পূর্ণভাবে বিকশিত হয় নাই বলিয়া ঐ দর্শন শুদ্ধ গুরুকৃপা মূলক বলিয়া জানিতে হইবে। সেইজন্য দর্শন হইলেও উহার মধ্যে সম্যক প্রকারে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই। এই দিব্যসংসারই যোগীর আদর্শানুরূপ পূর্ণত্ব। ইহাকে মায়ের কোলে স্থিতি বলিয়াও কখন কখন বর্ণনা করা হয়। ইহা পরিপূর্ণ চিদানন্দময় অবস্থা। এই অবস্থায় একমাত্র যোগীরই অধিকার। সাধক সাধনা দ্বারা কখনই এই অবস্থায় উপনীত হইতে পারে না। তবে সাধক সাধনার অবসানে যোগ অবলম্বন করিতে সমর্থ হইলে ক্রমশঃ এই পরমধামে উপনীত হইতে পারেন। মায়ের কোলে উঠিয়া বসিবার অধিকার সাধকের নাই — তাহার জন্য বিশিষ্ট অনুগ্রহ আবশ্যক হয়। সাধকের চরম লক্ষ্য মায়ের শ্রীচরণে স্থানলাভ। ইহাকেই সাধারণতঃ অভেদ অবস্থা বলিয়া অথবা অদ্বৈত তত্ত্বের উপলব্ধি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহার বিশেষ বিবরণ সময়ান্তরে জানাইবার ইচ্ছা রহিল। দিব্য অহোরাত্র চক্র সম্পূর্ণভাবে জানিয়া তাহার অনুবর্ত্তন পূর্বক প্রথম হইতে চরম ভূমি পর্য্যন্ত অগ্রসর হওয়াই যোগীর উদ্দেশ্য। আপনি অবগত আছেন— মহামহানিশার পর হইতেই এই অহোরাত্র চক্রের প্রবৃত্তি সূচিত হইবে। শ্রীশ্রীগুরুদেব নিত্য কালচক্রের যে আবর্তনের ক্রম দেখাইয়া দিয়াছেন তাহা 'কালচক্র যান' নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কালচক্র প্রবৃত্তি এবং চৈতন্য মহাপ্রভুর উপদিষ্ট অষ্টকালীন লীলাচক্রের আবৃত্তি হইতেও অদ্ভুত। এই অহোরাত্র চক্রে কয়েকটি অবান্তর বিভাগ আছে — এই বিভাগ দৃষ্টি ভেদে আট অথবা বারো; উভয়ই বলা চলে। আনুসাঙ্গিক ভেদবশতঃ কোন কোন স্থলে বারো হইতেও অধিক বলিয়াও গ্রহণ করা হয়। পক্ষান্তরে ত্রিকাল হিসাবে কালের সূক্ষ্ম বিভাগ তিনটি বলিয়াও ধরা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, এ সকলই যোগীর যোগপথের ক্রমগত বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। সুতরাং এই অহোরাত্র চক্র অষ্টার, দ্বাদশার প্রভৃতি সবই হইতে পারে। মহামহানিশার পরক্ষণ হইতে মোটামুটি রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত এক কাল। বলা বাহুল্য, ইহা আপনার পরিচিত মহামহানিশা কালের অন্তর্গত। ইহার পর সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় কাল। সূর্য্যোদয় হইলেই ইহা অতিক্রান্ত হইয়া যায়। সূর্য্যোদয়ের পর হইতে বেলা প্রায় আটটা পর্য্যন্ত এক কাল; ইহার পর মহানিশাক্ষণের ন্যায় মধ্যাহ্নের মহাক্ষণ ঠিক বারোটার সময়, জানিতে হইবে। ইহার পর বেলা তিনটা পর্য্যন্ত এককাল। তাহার পর সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এককাল। ইহার অবসানেই সন্ধ্যাক্ষণ। তাহার পর রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত এককাল। আটটা হইতে দশটা এক কাল। দশটা হইতে সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত এককাল — তাহাই শেষ, সাড়ে এগারোটার পরে ঠিক বারোটার সময় মহামহানিশার ক্ষণ। এই যে কয়েকটি কালাঙ্গের কথা বলা হইল ইহার মধ্যে সূর্য্যোদয়ের পর হইতে বেলা সাড়ে এগারোটা পর্য্যন্ত যে কালদ্বয় তাহার উপলব্ধি সাধারণতঃ সামান্য যোগীর হয় না। উহার বিশেষ সম্বন্ধ মহাবিরাটের সঙ্গে রহিয়াছে, জানিতে হইবে। রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত যে কাল তাহাতে আবেশের তীব্রতা অত্যন্ত অধিক থাকে। উহাতে পৃথক স্বরূপ উপলব্ধি একপ্রকার থাকে না বলিলেই চলে। উহা সুষুপ্তি না হইলেও একপ্রকার সুষুপ্তি জাতীয় অবস্থা।

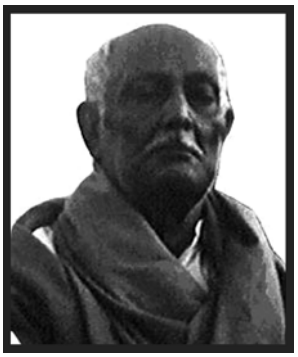

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

উহার অবসান হইলে চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টের স্ফুরণ হয়। এখানে ইষ্ট ও গুরুতে কোন প্রকার ভেদ বুঝিবেন না। কিন্তু ইষ্টের স্ফুরণ হইলেও তখনও তাহার চক্ষুর উন্মীলন হয় না। ইষ্ট এখানে কুমার অথবা কুমারী — তাহা বলা যায় না কারণ ইহা অব্যক্ত অবস্থা না হইলেও অর্থাৎ অব্যক্তের প্রথম উন্মেষ রূপে পরিগণিত হইলেও এক প্রকার অলিঙ্গ অবস্থা। এই ইচ্ছারূপী দিব্যসন্তান প্রসব করিবার পূর্বে যোগীও একাধারে পিতা এবং মাতা উভয়ই; তবে প্রসবের পর যোগীতে মাতৃভাবের প্রাধান্য বর্তমান থাকে। সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এই অবস্থারই ক্রমিক বিকাশ চলিতে থাকে। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যশিশুর চক্ষুর উন্মীলন হয়। এখানে সূর্য্যকে জ্ঞানসূর্য্য বলিয়া বুঝিবেন এবং ঐ চক্ষুও জ্ঞানচক্ষু। বস্তুতঃ সূর্য্যই ঐ চক্ষুর স্বরূপ। 'দিবীব চক্ষুরাততম্'। যোগী বামহস্তের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অধঃ প্রদেশে স্নান বিশেষে অধিষ্ঠিতা বামা শক্তির সাহায্যে নবোদিত সূর্য্য হইতে একটি রশ্মি আকর্ষণ করিয়া মুদ্রা বিশেষের দ্বারা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে উহাকে প্রবাহিত করিয়া দিব্যশিশুর ললাটে সঞ্চালন করার সঙ্গে সঙ্গেই পূর্বে বর্ণিত চক্ষুর উন্মীলন হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের পর পর ঐ শিশু কিশোরী কুমারী মূর্ত্তি ধারণ করে; সঙ্গে সঙ্গে যোগীও প্রায় তৎসমবয়স্কার অবস্থা লাভ করিয়া থাকে। এই কালটি সখ্যভাবের আস্বাদনের কাল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আটটা হইতে দশটা জগদম্বার নবযৌবনের বিকাশ কাল। যোগী তখন ক্রমশঃ শিশুভাবের দিকে গতিলাভ করেন। বস্তুতঃ এই দুইটি কালের অভিনয় যবনিকার অন্তরালে মহাবিরাটের অন্তর্গৃহে হইয়া থাকে। মাতৃভাবরত সাধারণ যোগীর পক্ষে এই অবস্থার বিশেষ পরিচয় পাইবার আবশ্যকতা নাই। তাহার একমাত্র লক্ষ্য — সাড়ে এগারোটার কালে প্রবেশ করিয়া মাতৃস্বরূপে আত্মসমর্পণ করা। সাড়ে এগারোটার পর হইতে জগন্মাতার পূর্ণযৌবন। সন্তান অর্থাৎ যোগী তখন মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। মধ্যাহ্নের মহাক্ষণে অর্থাৎ বেলা বারোটার সময় সে মায়ের সঙ্গে সম্যক প্রকারে অভিন্নতা লাভ করে। এই সময়ে তাহার আত্মসমর্পণ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। এই অভেদ প্রাপ্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্যই সাধকের চরম আদর্শ। ইহার পর তাহার গতি স্তম্ভিত হইয়া যায়। কিন্তু যোগী অচিন্ত্য অনুগ্রহ এবং শক্তিলাভের প্রভাবে মাতৃগর্ভ হইতে পুনরায় বাহির হইয়া আসে। মার সঙ্গে এক হইয়াও মাতৃকৃপায় মাকে অনন্ত প্রকারে আস্বাদন করা তাহার উদ্দেশ্য। মধ্যাহ্নের মহাক্ষণটি যোগনিদ্রার পূর্ণ আধিপত্যের সময়। মা তখন যোগনিদ্রারূপে অবস্থিতা। ইহা মোহ এবং মায়া উভয়েরই অতীত অবস্থা। এই অবস্থায় ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু যোগী ইচ্ছাহীন হইতে চান না। কারণ ইচ্ছা ব্যতিরেকে মহা ইচ্ছার লীলার আস্বাদন হয় না। তাই যোগী ইচ্ছা ও মায়ার অতীত হইয়া পুনর্বার উহাদিগকে গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে মহনীয় রূপে প্রদর্শন করেন। মায়া তখন মহামায়ারূপে আত্মপ্রকাশ করে। যোগনিদ্রা ও মহামায়ার মধ্যে ইহাই পার্থক্য। যোগী মাতৃগর্ভ হইতে বেলা তিনটার সময় নির্গত হইয়া মায়ের কোলে দিব্য শিশুরূপে বিরাজ করেন। এখনও মা যোগনিদ্রারূপা। মহামায়া ভাব এখনও আগত হয় নাই। যোগনিদ্রার প্রভাব কাটিয়া গেলে তাহার পর মহামায়ার লীলার প্রারম্ভ হয়। সূর্য্য হইতে একটি নীল রশ্মি আগত হইয়া নবজাত শিশুর ললাটে পতিত হয় ও তাহার চক্ষুর উন্মীলন করে। যোগী সূর্য্যকে অস্ত যাইতে দেন না। তাহাকে হৃদয়ে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এইজন্য যোগীর নিত্যই দিবা। সূর্য্যের তিরোভাব নাই বলিয়া তাহার পক্ষে কখনোই রাত্রি হয় না। ইহার পর ভাব সমুদ্রের উচ্ছ্বাসের ব্যাপার আছে — এখানে তাহা লিখিলাম না। যোগী শিশু ক্রমশঃ কৈশোর অবস্থালাভ করে এবং তাহার পর নব যৌবনের অবস্থা আসে। এইভাবে রাত্রি সাড়ে এগারোটার ক্ষণ উপস্থিত হয়। ঐ সময় মহাশক্তির ষোলটি ধারা তাহাতে পূর্ণভাবে মিলিত হয় — শুধু একটি মাত্র বাকি থাকে। সাড়ে এগারোটার সঙ্গে সঙ্গেই মহানিশার আরম্ভ। মহানিশা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই যোগীর যৌবন ক্রমশঃ পূর্ণত্বের দিকে অগ্রসর হয়। মহামহানিশাক্ষণে অর্থাৎ ঠিক রাত্রি বারোটার সময়ে যে অভেদ উপলব্ধির বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা জগন্মাতার শ্রীচরণ এবং সপ্তদশ কলাত্মায় অবস্থা যাহা রাত্রি বারোটার সময় অভিব্যক্ত হয়, তাহা জগন্মাতার ক্রোড়লাভ। ইহা হইতে বুঝা যাইবে - যেখানে সাধকের গতি শেষ হয়, যোগীর গতি সেখানে শেষ হইতে পারে না। যোগী কারিগর সে অদ্বৈত সত্তায় লুপ্ত হইয়া যায় না। সে অভেদ সমুদ্রে অবগাহন পূর্বক অচিন্ত্য বৈচিত্র সহকারে আবির্ভূত হইয়া আপন শক্তি বলে অদ্বৈত সত্তা হইতেই আপন ইচ্ছানুরূপ সংসার রচনা করে এবং নানা প্রকারে তাহা সাজাইয়া প্রতিষ্ঠিত করে।

উমা মায়ের সংসার ও দিব্যসংসারের সহিত মহামহানিশা

ক্ষণের বিশিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। পত্র দীর্ঘ হইয়া পড়িল। আজ আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই। পত্রখানা কাহাকেও নকল করিতে দিবেন না। পূর্ব্বপত্র সম্বন্ধেও তাহাই জানিবেন। পূর্ব্ব পত্রের এবং এইখানির নকল আমার নিকট নাই। সম্ভব হইলে কাহাকেও দিয়া নকল করাইয়া রাখিবেন, আপনি আসিবার সময় তাহা লইয়া আসিবেন। নিজের নিকট নকল না থাকিলে ধারাবাহিক আলোচনা করা চলে না। এখানকার কুশল। পত্রোত্তরে সকলের কুশল সংবাদ জানাইয়া সুখী করিবেন। শোভা মাতার খবর কি? ইতি—

স্নেহার্থী

শ্রীগোপীনাথ

(শ্রীশ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের নাতজামাই

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের

সৌজন্যে সংগৃহীত পত্রাবলী)